সিয়ানের অনুষ্ঠানে আমার বক্তব্য; আপত্তি ও খণ্ডন

আসিফ আদনান

সিয়ানের অনুষ্ঠানে আমার বক্তব্য নিয়ে একজন ব্যক্তি বেশ দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করেছেন। [১] এ ব্যাপারে কিছু কথা বলা দরকার।

এ পর্যন্ত যারা আমার বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন তাদের ৯০% এর কথাবার্তা ঘুরেফিরে চারটা পয়েন্টের ভেতরে থেকেছে –

ক) আমি/আমার চিন্তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমাকে কথা বলতে দেয়া উচিৎ না। থামানো দরকার।

খ) কিছু অসত্য অভিযোগকে পুঁজি করে আমার এবং আমার পরিবারের ওপর ব্যক্তি আক্রমন। লেইবেলিং, ট্যাগিং।

গ) কেন আমি অমুক অমুক বিষয়ে কথা বললাম, বা অমুক অমুক বিষয়ে কথা বললাম না – এধরনের আলাপ।

ঘ) আমার বক্তব্যকে স্ট্র-ম্যান করা। যা বলিনি তা আমার ওপর চাপিয়ে দেয়া, তারপর সেই চাপিয়ে দেয়া বক্তব্যের সমালোচনা।

আলোচ্য লেখক (তুহিন খান) তার লেখাতে উপরে প্রথম দুটি বিষয় অ্যাভয়েড করেছেন, তৃতীয়টা আংশিক অ্যাভয়েড করেছেন। এজন্য আমি তাকে সাধুবাদ জানাই। সময় নিয়ে আমার বক্তব্যের ব্যাপারে তার চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ পেশ করেছেন, এটাও আমি ইতিবাচকভাবে দেখি।

তবে তিনি উপরে বলা চার নম্বর ব্যাপারটা এড়াতে পারেননি। আমার বক্তব্য তিনি মিসকৌট এবং মিনকন্সট্রু করেছেন। নিজের মতো করে

আমার বক্তব্যকে ইন্টারপ্রিট করেছেন। আমার বক্তব্যের এমন কিছু অর্থ ধরে নিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে আরোপ করেছেন, যা আমি বলিনি। তারপর সেগুলোর বিরুদ্ধে লিখেছেন। তর্ক, খন্ডন ইত্যাদি এনেছেন।

আমি ধরে নিচ্ছি, এটি অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে। তবে হয়েছে। লেখক কমেন্ট বক্সে ইঙ্গিত করেছেন, আমার অন্য লেখালেখির সাথে তিনি তেমন পরিচিত নন। সেক্ষেত্রে আমার অবস্থান কোনটা, কেন আমি এই শব্দ না লিখে ঐ শব্দ লিখেছি, কোন শব্দকে আমি কোন অর্থে নিয়েছি, এই ব্যাপারে সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য আমার ওপর চাপিয়ে না দিলেই ভালো হতো। তবে যেহেতু এটা হয়ে গেছে তাই ফর দা রেকর্ড, কিছু বিষয় স্পষ্ট করা দরকার।

ভুল উদ্ধৃতি, উপস্থাপনা, ও ধারণা:

ক) লেখক আমার কথা মিসকৌট করেছেন। তিনি লিখেছেন, "তিনি (আসিফ) ফুটনোটে আবার বইলা রাখেন: যে শরিয়া চায় না, সে কাফের।" যারা বক্তব্য শুনেছেন তারা জানেন, আমি বলেছি, একজন মুসলিম যদি কোন কিছুকে শরীয়াহর চেয়ে উত্তম, সমান বা শরীয়াহর তুলনায় প্রেফারেবল মনে করে তাহলে সেটি *কুফর*।

কোন কাজ বা বক্তব্যকে কুফর বলা আর কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীকে কাফের বলার মধ্যে বড় পার্থক্য আছে। ফকীহদের এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা আছে। সোশ্যাল মিডিয়ার সুবাদে লেখকের শিক্ষাগত ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাপারে কিছুটা ধারণা থাকায়, আমি ধরে নিচ্ছি এই পার্থক্য এবং এর সিগনিফিক্যান্স সম্পর্কে তিনি জানেন। এই ভুল উপস্থাপনাকে আমি অনিচ্ছাকৃত ভুল ধরে নিচ্ছি। তবে, এটা সিগনিফিক্যান্ট ভুল, যা কথার অর্থ বদলে দেয়।

খ) শরীয়াহ ও ইসলাম সম্পর্কে আমার বক্তব্যে উঠে আসা নানা অবস্থানকে লেখক আমার ব্যক্তিগত মত হিসেবে বা আমি যে 'চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করি' বলে তিনি মনে করেন, সেই চিন্তার অবস্থান হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। ব্যাপারটা তো আসলে এমন না।

মুসলিম হলে শরীয়াহ চাইতে হবে, ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন করা মুসলিমদের দায়িত্ব, শরীয়াহ মানুষের ইচ্ছার মুখাপেক্ষী না – এগুলো আমার কথা না, আহলুসসুন্নাহ-র আলিমগণের তুরাসি অবস্থান। একইরকমের বক্তব্য বাংলাদেশের দেওবন্দী, সালাফি, আহলে হাদীস, জামাআতে ইসলামী, বালাকোটি সুন্নিসহ বিভিন্ন ধারার আলিমদের কিতাবাদিতে আছে। আমি যেভাবে বলেছি তার কাছাকাছি শব্দেই আছি। আমি তাদের কথা প্যারাফ্রেইয করেছি কেবল। ইন ফ্যাক্ট অনেক কওমী আলেম ভাইয়েরা ইতোমধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে লিখেওছেন।

এ বাস্তবতাটা পাশ কাটিয়ে, বিষয়গুলোকে আমার (বা আমার ধারার) অবস্থান হিসেবে উপস্থাপন করার ফলে দুটো জিনিস হয়,

- এই বিষয়গুলোর নরম্যাটিভিটিকে এড়ানো যায়,

- আমি ইসলামের ব্যাপারে নতুন কোন চিন্তা নিয়ে হাজির হয়েছি, এমন একটা ধারণা পাঠকের সামনে আসে।

বিতর্কের ক্ষেত্রে এটা ভালো স্ট্র্যাটিজি হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতার যথাযথ উপস্থাপনা একে বলা যায় না।

গ) লেখক বলেছেন, "মডার্ন স্টেট কাঠামোর ভিতরেই বিপ্লবের মাধ্যমে গঠিত নয়া সংবিধানের ভিত্তিতে কায়েম হবে শরিয়া। আসিফ এ ধরনের শরিয়া কায়েমের কথাই বলছেন তার বক্তব্যে"। - এরকম কোন কথা ঐ

বক্তব্যে আমি বলিনি। এর পুরোটাই লেখক নিজে নিজে ধরে নিয়েছেন। আমি বলেছি,

সেক্যুলার ব্যবস্থা থেকে ইসলামী ব্যবস্থাতে যাবার যে ট্রান্সফর্মেশান তার জন্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন, রেভোলুশানারি মিনস প্রয়োজন...এটা সংস্কারের মাধ্যমে হবে না...বৈপ্লবিক পরিবর্তন একটা লম্বা প্রক্রিয়া, মাল্টি স্টেইজ প্রসেস...ইত্যাদি

ঘ) আমি কেন 'খিলাফাহ' শব্দের বদলে 'শরীয়াহ' এবং 'ইসলাম কায়েম' বলেছি, এ নিয়েও তিনি স্রেফ ধারণার উপর ভিত্তি করে করে নানা বিশ্লেষণ করে গেছেন।

ঙ) লেখক বলতে চেয়েছেন জুলাইয়ের পর আমি অবস্থান পরিবর্তন করে নতুন 'ফর্মূলা' নিয়ে এসেছি। লিখেছেন, '...ফলে জুলাই রেভ্যুলুশনের পর আসিফ অন্য এক ফর্মুলা নিয়া হাজির হইছেন...'। এটা তথ্যগত ভুল। এ বিষয়গুলো নিয়ে আমি লেখালেখি করছি কমসেকম ২০২২ থেকে। সিয়ানের অনুষ্ঠানে আমি এমন কিছুই বলিনি যা নিয়ে এর আগে লিখিনি। এমনকি জুলাই আন্দোলন সম্পর্কেও যা বলেছি, সেগুলো আগে সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখেছি।

লেখক তার পুরো লেখা জুড়ে এমন আরও বেশ কিছু 'পর্যবেক্ষণ' - আসিফ চান, আসিফ বলেন, আসিফ মনে করেন– বলে চাপিয়ে দিয়েছেন, যেগুলো আসলে আমার অবস্থান না, আমি বলিওনি, লিখিওনি।

খিলাফাহ, শরীয়াহ – প্রশ্ন

লেখকের পুরো আলোচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হল খিলাফাহ এবং শরীয়াহর ব্যাপারে তার ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞায়ন। এটা ধরে তিনি তার বাকি

আলোচনার বড় একটা অংশ সাজিয়েছেন। নানা উপসংহার টেনেছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যা আমার উপর আরোপ করে নানা আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেছেন- 'খেলাফত হইল একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা...আর শরিয়া হইল স্রেফ একটা আইনি ব্যবস্থা'। আরও বলেছেন, 'খেলাফত..., যার স্থায়িত্ব ছিল ৪০ বছর।'

লেখকের এই অবস্থানের সাথে আমার দ্বিমত আছে। এই দ্বিমত শুধু আমার না, আরও অনেকের। এখানে অনেক লম্বা আলাপ করা যায়, আপাতত মিনিমামটুকু বলি।

প্রথমত, খিলাফাহ-এর ধারণার কয়েকটা ডাইমেনশান আছে। এক দিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে শাসনব্যবস্থা এনেছেন, যা তাঁর ওফাতের পর খুলাফায়ে রাশীদুন গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছেন সেটা খিলাফাহ। অর্থাৎ, ইসলামের যে শাসনব্যবস্থা সেটাই খিলাফাহ। এই অর্থে, 'শরীয়াহ শাসন চাই', আর 'খিলাফাহ চাই' –দুটো সমার্থক কথা।

তবে 'খিলাফাহ'-এর আরেকটা অর্থ আছে। যা এর ব্যাপ্তি, দায়িত্ব এবং ফাংশানের সাথে যুক্ত। খালীফাহ পুরো মুসলিম উম্মাহর নেতা। তিনি উম্মাহর প্রতিনিধিত্ব করেন, রাজনৈতিক এবং নৈতিকভাবে। উম্মাহর মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা শাসন পরিচালনা করা, বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে কাজ করা এবং অধীনস্ত সকল মানুষের; মুসলিম এবং আহলুয যিম্মাহ, কল্যানের জন্য কাজ করা তার দায়িত্ব। যখন বলা হয়, খিলাফাহ কায়েম করতে হবে, তখন পুরো উম্মাহ একজন ইমাম বা নেতার অধীনে একত্রিত হবে, এই অর্থটা যুক্ত থাকে।

একজন খালীফাহর অধীনে পুরো উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হোক, অবশ্যই এটা আমরা চাই। এটাই পুরো উম্মাহর চূড়ান্ত রাজনৈতিক লক্ষ্য। তবে মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে যে অবস্থানে আছে, সেখান থেকে স্রেফ এক-দুটি ভূখণ্ডে তামকীন অর্জন হলেই ঐক্যবদ্ধ গ্লোবাল খিলাফাহ কায়েম করা যাবে, তা আমি বাস্তবসম্মত মনে করি না।

খিলাফাহ-র কিছু দায়িত্ব আছে যা স্রেফ এক-দুটি ভূখণ্ডে তামকীন অর্জন করে পূরণ করা সম্ভব না। এমন একজন শাসকের পক্ষে সম্ভব না পুরো উম্মাহর দায়িত্ব নেয়া, এবং উম্মাহকে নিরাপত্তা দেয়া। নির্দিষ্ট কিছু এরিয়ার বাইরে এই শাসক ইসলামী শাসনও বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। এমন অবস্থায় খালীফাহ-র অবস্থান, এবং খালীফাহ-র বাইয়াত দাবি করা জাস্টিফাইড না। এটা নামস্বর্বস্ব খিলাফাহ হবে, কিন্তু খিলাফাহ-র ফাংশানগুলো পূরণ করতে পারবে না।

আমি মনে করি, বর্তমান বাস্তবতায় বৈশ্বিক খিলাফাহর দিকে আগাতে হলে আগে বিভিন্ন অঞ্চলে তামকীন অর্জন করে ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন করতে হবে। এই লোকালাইযড পলিটিকাল ইউনিটগুলো হবে একেকটা ইমারাহ।

খিলাফাহ-এর সাথে ইমারাহ এর মৌলিক পার্থক্য হল – ইমারাহ এর আমীর বা শাসক পুরো উম্মাহর আনুগত্য দাবি করবেন না। তিনি তার নিয়ন্ত্রনে থাকা অঞ্চলে ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা শাসন করবেন। সম্ভব হলে তার অধীনে থাকা অঞ্চলের পরিধি বাড়াবেন। এর আলোচনা এবং বৈধতা আগেকার ফকীহদের আলোচনাতেই আছে। আছে ঐতিহাসিক নানা দৃষ্টান্ত।

কোন এক ভূখণ্ডে তামকীন অর্জন করে 'গ্লোবাল খিলাফাহ' ডিক্লেয়ার করে দেয়া, আমি আনরিয়েলিস্টিক মনে করি। এর ফলে নানা জটিলতাও তৈরি হবে যা জামাতুল বাগদাদীর ফিতনাহর সময় আমরা দেখেছি। খিলাফাহ একটা বাস্তবতার নাম, আগে ঘোষণা করে পরে বাস্তবায়ন করার জিনিস না। কাজেই কোন এক ভূখণ্ডে তামকীন অর্জন হলে সেটা ইমারাহ হবে, বৈশ্বিক খিলাফাহ না। আমার খিলাফাহ শব্দ এড়িয়ে যাবার কারণ এটাই।

লক্ষনীয় বিষয় হল ইমারাহ মানে জাতি-রাষ্ট্র না। লেখক এখানে একটা বাইনারি ধরে নিয়েছেন, হয় খিলাফাহ হতে হবে তা নাহলে জাতিরাষ্ট্র হতে হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সীমিত থাকা মানেই জাতিরাষ্ট্র না। তাছাড়া ইমারাতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকার বিষয়টি ইচ্ছাকৃত বা চূড়ান্ত না, বরং সামর্থ্যের অভাব বা পরিস্থিতির ফলাফল।

শরীয়াহ: শরীয়াহ বলতে আমরা নিছক একটা আইনী ব্যবস্থাকে বুঝি না। শরীয়াহ একটি মরাল, এথিকাল, এবং লিগ্যাল ফ্রেইমওয়ার্ক যার মধ্যে ব্যক্তি মুসলিম এবং মুসলিম সমাজের সব দিক অন্তর্ভুক্ত। শরীয়াহতে আইনী বিধিবিধান আছে, একই সাথে ইসলামী মূল্যবোধ ও শিক্ষার আলোকে ব্যক্তিগত ও কমিউনিটি লাইফের একটি সামগ্রিক ভিশনও আছে। শরীয়াহ দ্বারা শাসনের উদ্দেশ্য কেবল আইন প্রয়োগ না, বরং একটা নির্দিষ্ট ধরণের ব্যক্তি এবং কমিউনিটি গড়ে তোলা, সমাজ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী নীতি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ আপহোল্ড করা।

খিলাফতে রাশেদার পরে আর কোনো খিলাফত ছিলো না – এটা লেখকের ব্যক্তিগত মত, যা উম্মাহর অধিকাংশ আলিম ও ফকীহগণ অবস্থানের সাথে মেলে না। বরং তারা বলেন, খুলাফায়ে রাশেদীনের পর

খিলাফাহ ছিল, তবে সেগুলো ছিল ত্রুটিপূর্ণ। আমিও এমনটাই মনে করি।

আবারও বলি এসব ক্ষেত্রে আমি আহলুস সুন্নাহর অবস্থান অনুসরণ করছি, নিজে থেকে কিছু বানিয়ে বলছি না। অন্যদিকে লেখকের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে আলোচ্য বিষয়গুলোতে তিনি হেটেরোডক্স বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

তাই আমি মনে করি, আলিম-উলামাগণ যুগ যুগ ধরে যে অবস্থান শিখিয়ে আসছেন, আহলুস সুন্নাহর স্ট্যান্ডার্ড যে অবস্থান, সেটাকে নিছক আমার ব্যক্তিগত মত হিসেবে উপস্থাপন করার বদলে, লেখক যদি তার নিজের অবস্থানের পক্ষে এবং স্ট্যান্ডার্ড অবস্থানের বিপক্ষে তার যুক্তিগুলো তুলে ধরেন, সেটা বেশি কার্যকরী এবং সৎ আলোচনা হবে।

বিপ্লব, জনগণের ম্যান্ডেট, অবলিগেশন:

লেখক বলেছেন, বিপ্লবের মাধ্যমে শরীয়াহ শাসন প্রতিষ্ঠার চিন্তার সাথে শরীয়াহকে আকাঙ্ক্ষিদী অবলিগেশন বা আবশ্যকতা বলার মধ্যে সাংঘর্ষিকতা আছে। কারণ বিপ্লব হলে জনতার আকাংক্ষার ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করতে হবে। কিন্তু শরীয়াহ যদি আকীদাগত আবশ্যকতা হয়, তাহলে এখানে পিপলস উইল আর থাকে না, এটা অবলিগেশন বা বাধ্যবাধকতা হয়ে যায়। রাজনৈতিক দর্শনের জায়গা থেকে এটা পরস্পরবিরোধী। এটা আমি (আসিফ) বুঝি, আর বুঝি বলেই ফুটনোট হিসেবে শরীয়াহ না চাওয়াকে কুফর বলি।

এখানেও লেখক নিজের মতো করে আমি কী চিন্তা করছি তার একটা ইন্টারপ্রিটেশন ধরে নিয়ে আমি কী কী কৌশল করছি, কী ট্রিক্স খাটাচ্ছি - তার এলাবোরেট তত্ত্ব তৈরি করে ফেলেছেন (সেই সাথে উপরে বলা

#গ পয়েন্ট তো আছেই)। কিন্তু বাস্তবতা আসলে আরও সিম্পল। যেখানে উনি ডিলেমা দেখছেন সেখানে আমাদের জায়গা থেকে কোন ডিলেমা নেই।

প্রথমত, লেখক ডিলেমা দেখতে পাচ্ছেন কারণ তিনি ইউরোপীয় রাজনৈতিক দর্শনের বাইরে গিয়ে চিন্তা করতে পারছেন না। তিনি ধরেই নিচ্ছেন বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় নতুন রাজনৈতিক কাঠামো গঠনের কিছু নির্দিষ্ট হুকুম-আহকাম আছে, কিছু চেকলিস্ট আর ম্যানুয়াল আছে। স্থান-কাল-পাত্র বেঁধে এগুলো সবাইকে মানতেই হবে। তা না হলে হবে না, কারণ এভাবেই 'দুনিয়ার যেকোনো বিপ্লবের পরে হইছে'। জনতার আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করা- এরকম একটা আবশ্যকীয় শর্ত।

কিন্তু তিনি যেটাকে আবশ্যকতা মনে করছেন সেটা আসলে ইউরোপীয় আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনের একটা আলাপ মাত্র। ইসলামের জায়গা থেকে এমন কোন বাধ্যবাধকতা আমাদের উপর নেই। এটা এমন কোন শর্ত না আমাদের পূরণ করতেই হবে। বৈপ্লবিক পরিবর্তন আমাদের কাছে একটা মেকানিসম, একটা ম্যানুভার, একটা প্রক্রিয়া - যা জনযুদ্ধ, গণবিপ্লব, দাওয়াহ, বিভিন্ন রূপে হতে পারে। জনগণকে সাথে নিয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা কোন আকাঈদী, ফিকহী কিংবা তাত্ত্বিক শর্ত না। এটা একটা প্র্যাগম্যাটিক কনসার্ন এবং ম্যাটেরিয়াল প্রিকন্ডিশান।

দ্বিতীয়ত, শরীয়াহ চাওয়া, এবং শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার যে দায়িত্ব; এটা আমাদের ফুটনোট না বরং মূল বক্তব্য। এটা আমাদের প্রি-পলিটিকাল অবস্থান। এটা দায়িত্ব মনে করি বলেই এতো কথা শুনতে হবে, এতো কিছু সইতে হবে, 'না-মানুষ' হতে হবে জেনেও - আমরা এই কথাগুলো বলি। মানুষকেও এই দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেই। আমরা আশা

করি, ইন শা আল্লাহ সঠিক দাওয়াহ হলে মানুষ এই দায়িত্ব বুঝে নেবে এবং তা পূরণের করার চেষ্টা চালাবে। এটা তার সবচেয়ে শক্তিশালী মোটিভেশন হবে, যার জন্য সে মেনে নেবে কষ্ট ও কুরবানী।

তৃতীয়ত, এমন কিছু হলে শরীয়াহ তথা ইসলামী শাসনব্যবস্থার জন্যেই মানুষ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করবে। ব্যাপারটা এমন হবে না যে, সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে, পরে সরকার পতন হয়ে যাবার পর রেট্রোস্পেকটিভভাবে বিপ্লবের আদর্শ ফাঁদা হবে। এমন কিছু হলে শরীয়াহর নামেই বিপ্লব হবে। গোপন বা রাখঢাকের কিছু এখানে থাকবে না। মানুষ অংশগ্রহন করলে জেনেবুঝেই করবে।

একটা মজার ব্যাপার হল, বাধ্যবাধকতার এই ব্যাপারটা লিবারেল-সেক্যুলারদের প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যেও আছে, যদিও তারা সম্ভবত এটা খেয়াল করেন না। লিবারেলিসমের কোর অনেকগুলো অবস্থান আছে, যেমন সর্বজনীন মানবাধিকার, সব মানুষ সমান হওয়া, ব্যক্তি স্বাধীনতার ধরণ ও সীমানা, জনগনের সার্বভৌম ক্ষমতা, নারী অধিকার - যেগুলো মানুষের বানানো ধারণা। ধ্রুব সত্য না। এগুলো মহাবিশ্বের কাঠামোর মধ্যে ইন বিল্ট বাস্তবতা না।

কিন্তু এই ধারণাগুলোকে লিবারেল-সেক্যুলাররা প্রথমে সত্য হিসেবে ধরে নেন, তারপর ইউনিভার্সালাইয করেন, তারপর পরিণত করেন বাধ্যবাধকতায়। শেষ পর্যন্ত এমন একটা জায়গাতে এসে পৌছান যে, যে কোন ব্যবস্থা বা প্রস্তাবনাকে যেন তাদের এইসব ধারণার মানদন্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে। [৩]

একইসাথে তারা এগুলো নন-নেগোশিয়েবল মনে করেন। এগুলো কিন্তু ‘জনগণের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে’ গ্রহণ করা হয়নি, তার আগেই সত্য হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে। জনগণের আকাঙ্ক্ষা যদি কখনো লিবারেলিসমের কোর অবস্থানের বিরুদ্ধে যায় তাহলে তার ঐ ক্ষেত্রে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে মেনে নেবেন না। অর্থাৎ, আমরা বলি ক (শরীয়াহ) আবশ্যকতা, উনারাও তেমন ধরে রেখেছেন খ (লিবারেলিসমের কোর অবস্থানের সেট) আবশ্যকতা। তফাৎ হল আমরা এটা সরাসরি বলি, লিবারেল-সেক্যুলাররা প্রচ্ছন্ন রাখেন।

কাজেই পিপলস উইল আর বাধ্যবাধকতার যে ডিলেমার কথা বললেন, সেই ডিলেমা থাকলে লিবারেল-সেক্যুলারদের চিন্তায় আছে। আমাদের চিন্তায় এই ডিলেমা নেই কারণ ঐ দর্শনই আমরা নেইনি। কিন্তু যারা ঐ দর্শন গ্রহণ করেছেন এবং এর ভেতরে চিন্তা করছেন, তাদের জন্য এটা বড় ধরণের স্ববিরোধীতা।

সেক্যুলারিসম, সেক্যুলার, সেক্যুলারিটি:

লেখক বলেছেন, আমরা সেক্যুলারিসম, সেক্যুলার আর সেক্যুলারিটির ফারাক বুঝি না। মানুষের কাজ আমাদের কাছে দুইরকম: ইসলামি আর সেক্যুলার...‘সেক্যুলার’ বর্গভুক্ত সব কাজই আমাদের কাছে কুফর।

তিনি এ কথাগুলো বলেছেন আমাদের বুঝের স্বল্পতা, এবং নিজের বুঝের সম্ভাব্য পর্যাপ্ততা নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে। ব্যাপারটা অনেকটা এমন হয়ে গেছে যে, আমাদের সেক্যুলারিসমের বুঝ ভুল বা একেবারেই নাই। আর উনার বুঝটাই সঠিক। আর যেহেতু উনার বুঝ সঠিক তাই উনি এ ব্যাপারে যা বলেছেন, সেটাও সঠিক। এখানে যে অন্যান্য সম্ভাবনা থাকতে পারে তা সম্ভবত তিনি ভেবে দেখেননি।

আদতে সেক্যুলারিসম, সেক্যুলার এবং সেক্যুলারিটি নিয়ে লেখকের এই দাবিগুলো প্রশ্নের উর্ধে না। বরং এগুলোকে বেশ কয়েকটা দিক থেকে প্রবলেম্যাটাইয করা যায়।

প্রথমত, 'সেক্যুলার' কোন নিরপেক্ষ এবং সর্বজনীন ক্যাটাগরি না। এটা এক নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে তৈরি হওয়া ধারণা। যার সংজ্ঞা ও সীমানার ব্যাপারে কোন ইজমা নেই। উনি তালাল আসাদের কথা বলেছেন, তালাল আসাদ নিজেই বলছেন, even secular views of the secular aren't all the same। [৪]

শুধু আসাদ না, উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, টিমোথি ফিটযজেরাল্ড, থেকে শুরু করে উইলিয়াম ক্যাভান'-সহ অনেকেই দেখিয়েছেন ধর্মীয়, আর সেক্যুলার – এই ক্যাটাগরিগুলো নতুন আবিস্কার করা। এগুলো তৈরি হয়েছে সেক্যুলার মডার্নিটির মাধ্যমে। একদিকে 'সেক্যুলার' অন্য দিকে 'ধর্ম' এবং 'ধর্মীয়' বলতে আজ আমরা যা বুঝি সেটা ঠিক করে দিচ্ছে সেক্যুলার মডার্নিটি। এক্ষেত্রে মডার্নিটির অবস্থান আসছে ধর্মের ব্যাপারে মোটা দাগে প্রটেস্ট্যান্টবাদ প্রভাবিত একটা চিন্তার জায়গা থেকে। এ নিয়ে অ্যাকাডেমিয়াতে লম্বা আলাপ আছে। [৫]

কাজেই 'সেক্যুলার'-এর যে সংজ্ঞা উনি যা ধরে নিচ্ছেন তা সর্বজনীন না। যার অর্থ হল, কিছু জিনিস 'সেক্যুলার' আর কিছু জিনিস 'ধর্মীয়' হওয়ার ব্যাপারে তার দাবিও সর্বজনীন না। চূড়ান্ত না।

তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এই সেক্যুলার-রিলিজিয়াস-এর এই ডাইকোটমি ইসলামের ক্ষেত্রে খাটে না। ইসলামের এপিস্টেমিক ফ্রেইমওয়ার্কে এই বিভাজন অপিরিচিত। আধুনিকতার তৈরি এই বিভাজন অতীতেও ছিল; বিশেষ করে ইসলামী সমাজেও ছিল- এমন

দাবি করা এক ধরণের ব্যাক প্রজেকশান। যার মাধ্যমে আধুনিকতার তৈরি এই বাইনারীর বৈধতা তৈরি করার, এবং এটাকে সর্বজনীন প্রমানের চেষ্টা করা হয়। [৬]

আর যে বিষয়ে আমার মূল আলোচনা, সেক্যুলার রাষ্ট্র এবং সেক্যুলারিসম, সেটা কোন অর্থেই নিরপেক্ষ না। নিছক ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিভাজন না। তালাল আসাদ, সাবা মাহমুদসহ, হুসাইন আগ্রামাসহ আরও অনেকে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমার অবস্থান নিয়ে আমিও নানা সময় কথা বলেছি, কেউ আগ্রহী হলে সেটা শুনে নিতে পারেন। [৭]

এগুলো পশ্চিমা অ্যাকাডেমিয়ার আলাপ। ইসলামের জায়গা থেকে অবস্থান আরও অনেক স্পষ্ট, এবং সহজ। শাসন ব্যবস্থা চলবে আল্লাহর শরীয়াহ দ্বারা। এখানে ইসলাম ও সেক্যুলারিসমের অবস্থান একেবারেই সাংঘর্ষিক। কাজেই পুরো বিষয়টিকে লেখক বুঝেছেন আর আমরা বুঝিনি, এভাবে ফ্রেইম করা যথাযথ না। এখানে বোঝা না বোঝার ইস্যু না, পার্থক্য তৈরি হচ্ছে আরও গোঁড়াতে।

কিছু ডোমেইন সত্ত্বাগতভাবেই ‘সেক্যুলার’:

লেখক বলতে চেয়েছেন, মানবজীবনের অনেক কিছুই ‘সেক্যুলার’ এবং যেকোন ফাংশনাল স্টেট একটা ‘সেক্যুলার’ ফেনোমেনা বা ঘটনা। এর পক্ষে লেখক কিছু উদাহরণ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, শিল্প, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র – এরকম কিছু ডোমেইন আছে যেগুলো সত্ত্বাগতভাবেই ‘সেক্যুলার’। এখানে ‘সেক্যুলার’ বলতে ধর্ম এবং ধর্মীয় রীতি থেকে পৃথক – এই অর্থ-ও যদি আমরা নেই, সেক্ষেত্রেও কি এই দাবি সঠিক?

না। কেন না, তার উত্তর কয়েকভাবে দেয়া যায়।

প্রথমত, যদি 'সেক্যুলার' ও 'ধর্মীয়' এর সংজ্ঞা, সীমানা এবং বাইনারী প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তুলনামূলকভাবে নতুন, এবং আপেক্ষিক হয়, তাহলে এই দাবিটাও রেলেটিভ হয়ে যায়। এবং সেক্যুলার এবং ধর্মীয় কী, সেটা নিয়ে যেহেতু ঐক্যমত নেই, তাই কোন কিছুর ওপর এই ক্যাটাগরিগুলো আরোপ করা যাবে কি না, তার মীমাংসা করাও সম্ভব না।

দ্বিতীয়ত, আরও সিমপ্লি, ঐতিহাসিক বাস্তবতার জায়গা থেকে লেখকের এই দাবি ও উদাহরণগুলো টেকে না। এক এক করে দেখা যাক।

শিল্প: ক্যালিগ্র্যাফি একটা শিল্প মাধ্যম। মুসলিম বিশ্বে এই শিল্পের বিকাশ ও সমৃদ্ধির পেছনে ইসলামের মৌলিক ভূমিকা আছে। প্রাণীর ছবি বা প্রতিকৃতির ব্যাপার ইসলামের বিধান মানতে গিয়ে মুসলিম শিল্পী এবং আর্কিটেক্টরা গতানুগতিক রীতির বাইরে ক্যালিগ্রাফির ইউনিক ও সমৃদ্ধ স্টাইল গড়ে তুলেছেন। আপাতভাবে যেটা ছিল প্রতিবন্ধকতা, কার্যত সেটাই অন্যন্য শৈল্পিক ধারার জন্ম দিয়েছে। এই শিল্প 'ধর্ম' থেকে বিচ্ছিন্ন না।

এছাড়া অতীত এমনকি বর্তমানের অনেক ক্যালিগ্রাফারের কাছে তাদের এই কাজ একটা ইবাদাত এবং স্পিরিচুয়াল ডিসিপ্লিন। একই কথা বলা চলে কুরআনের মুসহাফের মিনিয়েচার নিয়ে কাজ করা শিল্পীদের ক্ষেত্রেও । পশ্চিমা বিশ্বের অনেক বিখ্যাত শিল্প কর্মের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন ক্রিশ্চিয়ান থিম। অনেক বিখ্যাত শিল্পকর্ম কমিশন করা হয়েছিল চার্চের মাধ্যমে, এবং সেগুলোর ছিল ধর্মীয় ফাংশান। [৮] কাজেই শিল্প একটা সেক্যুলার, অটোনোমাস ডোমেইন, এ কথা ধোপে টেকে না।

বিশ্ববিদ্যালয়: ইউরোপের ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ শুরু হয়েছিল ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে। ধর্মতত্ত্বকে তখন বলা হতো – দা কুইন অফ অল সায়েন্সেস। একই কথা মুসলিম বিশ্বের মাদারিসগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আধুনিক সময়ের আগে এগুলো 'ধর্ম' থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। এবং আধুনিক সময়েও শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় ব্যক্তি ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়। [৯] একইভাবে সাংবাদিকতা কিভাবে মতাদর্শ, বিশ্বাস এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোন দ্বারা প্রভাবিত হয় এ নিয়েও আছে প্রচুর আলোচনা।

তৃতীয়ত, আরেকটা দিক থেকে এসব শিল্প, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র ইত্যাদির সত্ত্বাগতভাবে 'সেক্যুলার' হবার বিষয়টা নিয়ে আপত্তি তোলা যায়। আমরা সাধারণ ধর্মকে এক ক্যাটাগরির বিষয় মনে করি, অন্যদিকে আধুনিক দর্শন ও মতবাদকে মনে করি ভিন্ন ক্যাটাগরির। কিন্তু ধর্ম এবং আধুনিক বিভিন্ন মতবাদ ও দর্শন – দুটোকেই ওয়ার্ল্ডভিউ হিসেবে দেখা যায়। অ্যাকাডেমিয়াতে এই অ্যাপ্রোচের উদাহরণ আছে।

এই দৃষ্টিকোন থেকে ইসলাম, খ্রিষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম একেকটা স্বতন্ত্র ওয়ার্ল্ডভিউ। তেমনিভাবে ফিলোসফিকাল লিবারেলিসম-ও একটা ওয়ার্ল্ডভিউ। প্রত্যেক মানুষ কোন না কোন ওয়ার্ল্ডভিউ গ্রহণ করে। এবং এই ওয়ার্ল্ডভিউ প্রভাবিত করে তার নান্দনিকতার বোধ থেকে শুরু করে শিল্প, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান – প্রতিটা ডোমেইনকে। [১০] তাই এ অর্থেও এগুলো ইনহেরেন্টলি 'সেক্যুলার' হতে পারে না। বরং এগুলো ইনহেরেন্টলি ব্যক্তি ও সমাজের ওয়ার্ল্ডভিউ দ্বারা প্রভাবিত।

কাজেই লেখক যে দাবি করেছেন – কিছু ডোমেইন ইনহেরেন্টলি 'সেক্যুলার', সেখানে এক ধরনের সার্কুলার রিসনিং আছে, আর

নির্দিষ্টভাবে যেসব ডোমেইনের উদাহরণ তিনি দিয়েছেন সেগুলোর ক্ষেত্রেও তার দাবির বিরুদ্ধে নানা দিক থেকে যুক্তি দেখানো সম্ভব।

আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো ও শরীয়াহ:

লেখক বলেছেন, তার মতে, আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে শরীয়াহ কায়েম করা হলে, সেটা বর্তমানের চেয়ে আরও বেশি দমনপীড়নের জন্ম দেবে।

আবারও বলি, আমি আধুনিক রাষ্ট্রের কাঠামো বর্তমান অবস্থায় রেখে স্রেফ ওপর থেকে নিছক একটা 'আইনী ব্যবস্থা' হিসেবে শরীয়াহ বাস্তবায়নের কথা আমি বলছি না। এটা আমার বক্তব্যে কোথাও ছিল না, যদিও লেখক এটা আমার অবস্থান হিসেবে ধরে নিয়েছেন। তাই এই অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা আমার জন্য জরুরী না। তবু আলোচনার খাতিরে একটা হাইপোথেটিকাল সিচুয়েশন ধরে এঙ্গেইজ করা যাক।

আমি মনে করি, যদি আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোকে বর্তমান অবস্থান রেখে নুন্যতম কনসিস্টেন্সির সাথে শরীয়াহ বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলেও সেটা বর্তমানের চেয়ে তুলনামূলক অনেক ভালো ফলাফল দেবে। এর বেশ কিছু কারণ আছে।

রাষ্ট্রের ক্ষমতার ওপর শরীয়াহ এক ধরণের সীমাবদ্ধতা আরোপ করবে। সেক্যুলার কাঠামোতে রাষ্ট্রের ওপর কোন অথোরিটি নেই, তার ওপর কোন রেফারেন্স নেই। রাষ্ট্রের উর্ধে কিছু নেই। কিন্তু যে রাষ্ট্র শরীয়াহ বাস্তবায়ন করবে তাকে শরীয়াহ দ্বারা সীমিত হতে হবে। রাষ্ট্র চাইলেও শরীয়াহর স্পষ্ট কোন বিষয় পরিবর্তন করতে পারবে না।

এমন রাষ্ট্রের আইন প্রনয়নের ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে সীমাবদ্ধ হবে। সেক্যুলার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই বিধানদাতা, ব্যাখ্যাকারী ও প্রয়োগকারী। তার একক মনোপলি। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে বিধানদাতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ), বিধানের ব্যাখ্যাকারী উলামাগণ, এবং রাষ্ট্র কেবল আইন প্রয়োগকারী। শরীয়াহর অধীনে যে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের ব্যবস্থা সেক্যুলার ব্যবস্থার চেয়ে বেশি কার্যকর।

শরীয়াহ অনুযায়ী মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করা জায়েজ না। ব্যক্তি ঘরের ভেতরে কী করে তা নিয়ে নজরদারি করা, খুজে খুজে দোষ বের করে, জবাবদিহি করা বা শাস্তি দেয়া শাসকের দায়িত্ব না। বরং এভাবে গোয়েন্দাগিরি করাটা শাস্তির কারণ হতে পারে। কাজেই আধুনিক অরওয়েলিয়ান স্টেইটের চেয়ে শরীয়াহ বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্র তুলনামূলকভাবে অনেক উত্তম হবে।

সাদাকা, ও যাকাতের বিধান, রিবার ওপর নিষেধাজ্ঞা - এগুলো সম্পদ পুনঃবন্টন ও অর্থনৈতিক ইনসাফের বিল্ট ইন মেকানিসম। ফলে শরীয়াহ দ্বারা শাসিত ব্যবস্থায় আধুনিক রাষ্ট্রের মতো ব্যাপক অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রন প্রয়োজন হবে না। ট্যাক্সেশান কম হবে।

ওয়াকফ ব্যবস্থা তৃণমূল থেকে কমিউনিটিগুলোকে শক্তিশালী করবে। ফলে শিক্ষা এবং সমাজকল্যানের মতো ক্ষেত্রগুলোতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন কমবে। এসব ক্ষেত্র আরো দক্ষ ও কমিউনিটি ওরিয়েন্টেড হয়ে উঠবে। সেক্যুলার রাষ্ট্রে আরোপ করা হজারো বিধিনিষেধের মধ্যেই বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসা এবং আস-সুন্নাহর মতো ফাউন্ডেশনগুলো কেমন ভূমিকা রাখছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

শরীয়াহ ক্ষমতা ও শাসনের বিকেন্দ্রীকরণকে উৎসাহিত করে। তাই আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেও এটা কিছুটা বিকেন্দ্রীকরন নিয়ে আসবে। বিশেষ করে ফিকহ যেহেতু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনে না, আলিম এবং কাযীদের সিগ্নিফিক্যান্ট অটোনমি থাকবে, যা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত শক্তির সামনে এক ধরণের কাউন্টার ওইয়েট হিসেবে কাজ করবে।

শরীয়াহ বাস্তবায়ন করা হলে জ্ঞান ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসবে। যার ফলে টেকনোক্রেটিক শাসনের বদলে তুলনামূলকভাবে আরও এথিকালি গ্রাউন্ডেড শাসন আসবে।

এরকম আরও অনেক আরগুমেন্ট আছে, যেগুলোর আলোকে বলা যায়, যদি আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোর রেখেও শরীয়াহ কায়েম করা হয় তাহলে সেটা এসব ক্ষেত্রে সেক্যুলার রাষ্ট্রের চেয়ে উত্তম ফলাফল দেবে।

সম্ভাব্য আপত্তি ও জবাব:

কেউ আপত্তি তুলতে পারেন, আমি নিরেট তাত্ত্বিক কথা বলেছি। আমি ধরেই নিয়েছি শরীয়াহ-র নানা দিক যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হবে, ক্ষমতাসীনরা তাদের স্বার্থে এগুলো ম্যানিপুলেট করবে না। আমি আইডিয়াল সিনারিও বলছি, বাস্তবতা না।

এই আপত্তির জবাব হল, লেখকসহ অন্যান্য যারা লিবারেল-ডেমোক্রেসি পক্ষে আলাপ তোলেন তারাও একই কাজটা করেন। লিবারেল-ডেমোক্রেসির ফেইথফুল ইমপ্লিমেন্টেশন হবে, এটা ধরে নিয়েই তারা যুক্তি দেন। নানা তর্ক করে দেখান কেন সহিহ লিব-ডেম আসলে আমাদের অধিকার থাকবে, স্বাধীনতা থাকবে ইত্যাদি। যদিও এগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হবে কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। এবং এই

সিস্টেমকেও ক্ষমতাসীনরা তাদের স্বার্থে ম্যানিপুলেট করতে পারে এবং করে আসছে।

লিবারেল-ডেমোক্রেসির পক্ষে বলার সময় বেস্ট কেইস সিনারিও ধরে মার্কেটিং করা হবে আর শরীয়াহ নিয়ে বলার সময় ওয়ার্স্ট কেইস সিনারিও ধরে আলাপ করতে হবে, এমন শর্ত দেয়া যায় না। তুলনা করলে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে করতে হবে।

আমার পয়েন্ট হল, যদি লিবারেল-ডেমোক্রেসি এবং শরীয়াহ, দুটোরই ফেইথফুল ইমপ্লিমেন্টেশন হয়, তাহলে শরীয়াহ শাসনে ওপরের পয়েন্টগুলোতে বেটার আউটকাম আসবে – আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরেই। অর্থাৎ, প্যারাডিগম্যাটিকালি শরীয়াহ বেটার চয়েস। আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো থাকলেও শরীয়াহ আরও কম্প্রিহেনসিভ, এথিকালি গ্রাউন্ডেড এবং ইনসাফপূর্ণ শাসনব্যবস্থা দেবে।

লেখা অনেক বড় হয়ে গেছে। শেষ করি। লেখক বলেছেন, "প্রযুক্তিগত পুঁজিবাদের আমলে মডার্ন রাষ্ট্রের কাঠামোই এমন যে, এগুলা (রাষ্ট্রের আদর্শিক ও দমনমূলক অ্যাপারেটাস) বাদ দেওয়া সম্ভব হবে না।" তার এ কথার আলোকে ধরে নেয়া যায়, আধুনিক রাষ্ট্র যে একটা দমনমূলক, কর্তৃত্ববাদী কাঠামো তা তিনি স্বীকার করেন। এই কাঠামো টিকে থাকলে এ ব্যাপারগুলো থেকে নিস্তার মিলবে না, এটাও তিনি মানেন।

যদি তিনি এ কথাগুলো স্বীকার করেন, তাহলে লজিকালি তার এটাও মেনে নেয়া উচিৎ যে, মডার্ন স্টেইটকে টিকিয়ে রেখে উনারা যেসব লিবারেল-ডেমোক্রেটিক সংস্কার বা পুনঃগঠনের কথা সাধারণত বলেন, তাতে খুব একটা বড় পরিবর্তন আসবে না। আর এই সংস্কারগুলো হয়ে

গেলেও সময়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে থাকা প্রবণতাগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

অর্থাৎ উনাদের সংস্কার বা 'বিপ্লব' প্রস্তাবনাগুলোর রেটোরিকাল অ্যাপিল-ই বেশি, প্র্যাকটিকাল ইমপ্লিকেইশান সীমিত এবং সাময়িক। আর বাংলাদেশের বাস্তবতায় এগুলো এখনো রেটোরিক আর বিশিষ্ট নাগরিকদের অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমিত আছে।

সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে-

মডার্ন স্টেইট একটা সমস্যা এটা স্বীকার করে নেয়ার পর বিকল্প ও সমাধান হিসেবে আমরা ইসলামী শাসনের কথা বলছি। যেখানে মডার্ন স্টেইটের ক্রিটিকগুলো স্বীকার করার পরও, উনারা মডার্ন স্টেইটের সংস্কারের বেশি আর কিছু বলতে পারছেন না।

জাস্ট রেটোটিক হিসেবেই যদি বিচার করি, প্রথমটা শক্তিশালী। দ্বিতীয়টা না। আর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী হবে তা সময়ই বলে দেবে।

টিকা :

[১] আমার বক্তব্যের লিংকঃ

https://www.youtube.com/watch?v=y-IrbQ4-Pcw

তুহিন খানের লেখার লিংকঃ

https://www.facebook.com/tuhinkhan1996/posts/pfbid02B7mX5EeotgQ2zjpK8zXGXpCKSyvozCzJN81vAAJSEAXT7QWusrgptuU1GiCNA2nBl

[৩] Canovan, Margaret. "On being economical with the truth: Some liberal reflections." Political Studies 38, no. 1 (1990): 5-19.

[৪] Asad, Talal. Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford University Press, 2003. p 62

[৫] Smith, Wilfred Cantwell. The meaning and end of religion. Fortress Press, 1991.

Fitzgerald, Timothy. Religion and the secular: Historical and colonial formations. Routledge, 2014.

Cavanaugh, William T. "The myth of religious violence." The Blackwell companion to religion and violence (2011): 23-33.

Milbank, John. Theology and social theory: Beyond secular reason. John Wiley & Sons, 2008.

[৬] al–Attas, Syed Muhammad Naquib. Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Penerbit UTM Press, 2014.

al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Islam and Secularism. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM), 1978.

Hallaq, Wael. The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament. Columbia University Press, 2012.

Hallaq, Wael B. Sharī'a: theory, practice, transformations. Cambridge University Press, 2009.

[৭] https://www.youtube.com/watch?v=GX6FujbSshg

[৮] Wolterstorff, Nicholas. Art in Action: Twards a Christian Aesthetic. Wm. B. Eerdmans Publishing, 1980.

[৯] Dewey, John. Democracy and education. Columbia University Press, 2024.

[১০] Sire, James W. The universe next door: A basic worldview catalog. InterVarsity Press, 2020.

Sire, James W. Naming the elephant: Worldview as a concept. InterVarsity Press, 2014.

Nash, Ronald H. Worldviews in conflict: Choosing Christianity in a world of ideas. Zondervan, 1992.

Berghout, Abdel Aziz, ed. Introduction to the Islamic worldview: Study of selected essentials. IIUM Press, 2010.

Tinder, Glenn E. "Political thinking: The perennial questions." (No Title) (1995).